

বিভক্তির সাতকাহন-১১

ভজন সরকার

অনেক বার দেখেছি, আমি পারি না । শত চেষ্টা করেও পারি না কঠিন কথাকে কঠোর ভাবে বলতে । মনের ভেতর বছবার আওড়িয়েছি, আর একবার দেখা হলেই বলবো । হয়তো একসাথে সারা বিকেল টো টো করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, পার্কের নির্জনতা, রোকেয়া হলের ফুটপাতে দূরত্বহীন সন্ধ্যা-সান্নিধ্য । তবু বলা হয়নি - যা বলার ছিল । তবু বলতে পারি নি -যা বলতে চাই । ভাল লাগার সাথে সাথে টুকটাক ভাল না-লাগার বিষয়গুলোওতো থাকে । কি ভাল লাগে না -তা আর এ জীবনে বলা হলো না বোধ হয় কাউকেও ।

কত বার ভেবেছি, ধর্মাত্ম নেতাকে বলি, যা করছেন তা ঠিক নয় । মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখুন - ধর্মের বিবেচনায় নয়। অথচ বলা হয় নি সামনে দাঁড়িয়ে কখনই । অশ্রদ্ধা আর বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি - হেঁটে গেছি অন্য পথে ।

কত বার ভেবেছি,দেশের ভন্ড রাজনীতিবিদ আর নেতারা প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে যেভাবে খুলে বসেছে রাজনৈতিক দল আর সংগঠনের পসারা - তার প্রতিবাদ করি । মনের ভেতর হাজারো শব্দ গেঁথে তৈরী করেছি নিন্দা আর ঘৃনার পংক্তিমালা । পাঠানো হয়ে ওঠে নি কোন দিন ।

কতবার দেখেছি প্রিয় কোন বন্ধু কি নির্দিধায় স্পর্শকাতর অনুভূতি কিংবা দুর্বলতায় আঘাত দিয়ে কতই না উল্লাসে হেসেছে । আমি পারি নি করতে প্রতিবাদ কিংবা প্রত্যঘাত । অসংখ্য বার শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি । কঠিন সমস্ত শব্দের শকট রেখেছি যুদ্ধাবস্থায় । বার বার ঘু ঘু তুমি ----- । আর একবার বলেই দেখো না বাছা ! দু'পাটি দন্ত-যুগল উন্মোচিত করে সেই প্রিয় বন্ধু একই ভাবে আক্রমণ শানিয়েছে । আমার আর ছোঁড়া হয় নি শব্দ-শকট । আবার প্রস্তুতি- আবার রন-সজ্জা ।

দ্বিতীয়বার ডেরা বাঁধলাম টরেন্টো এসে প্রায় তিন বছর পর । বাজ্জালী আধিক্য ড্যানফোর্থ তখন বাজ্জালী-অধ্যুষিত জনপদ । টিসডেল প্লেসের সুউচ্চ এপার্টমেন্ট থেকে রাতের টরেন্টোর সে মনমুগ্ধকর দৃশ্যের টানেই হয়ত ফিরে এলাম দ্বিতীয়বার সেখানে । ড্রয়িং -রুমের পর্দা সরিয়ে সামনে তাকালেই আলোক মালার সে বিচিত্র সমারোহ । সি এন ই টাওয়ারের আকাশ ছোঁয়া-বাতি,বামপাশে লেক-অন্টারিওতে চলমান জাহাজের আলো, সামনে-ডানে যত দূর চোখ যায় আলোকেরই বর্নাধারা শুধু । একটু ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে তাকালে উড়োজাহাজের সারি সারি মিটমিটে আলো । অসংখ্য প্লেন উঠছে কিংবা নামার অপেক্ষায় উভতীন টরেন্টোর আকাশে । এটা কোন বিশেষ ক্ষণ কিংবা রাতের বর্ণনা নয়- প্রতিরাতের টরেন্টো-ই এমনি করে সেজে থাকে ।

এক রাতে এ অপরূপ ক্ষণে ডাকলাম দুই বন্ধুকে । পেশা আর চেতনার জগতে ভিন্ন দু'মেরুর বাসিন্দা দুজন । কানাডা এসেই পরিচয় দু'জনের সাথেই । এক জন আক্ষরিক অর্থেই সাচ্চা কমিউনিষ্ট,কোলকাতার বাসিন্দা । কমিউনিষ্ট শাসন -বিশেষ করে জ্যোতি বসু-ই পাবেন কেবল মাত্র পৃথিবী থেকে সব সমস্যা দূর করতে - এমনি প্রগাঢ় তার কমিউনিষ্টপ্রীতি । পশ্চিম বাংলার কৃষি থেকে শিল্প সব উপাত্ত তার পকেটেই থাকে । সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও অগাধ সাহিত্য-জ্ঞান । আপাদ-মস্তক অসাম্প্রদায়িক । অপ্রিয় কথা সামনা-সামনি বলে দেন নিসঙ্কোচে ।

আরেক জন আওয়ামী-পন্থি, আপাদ মস্তক কমিউনিষ্টবিরোধী, কটুর সাম্প্রদায়িক আর মুসলিম বিদ্বেষী। তার ভাষায় পশ্চিম বাংলা অর্থ্যাৎ ভারতই মুসলিম-তোষণের নামে মুসলিমদেরকে মাথায় তুলে রেখেছে। টরেন্টোতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের একনিষ্ট নেতা। প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি অগাধ সম্মম আর উচ্চাশা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পরিত্রান করতে পারে একমাত্র উত্তর আমেরিকার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ আর সেটা সম্ভব কেবল বুশ প্রশাসনের সহায়তায়, এই তার বিশ্বাস। মানসিকতায় প্রচণ্ড উন্নাসিক অথচ সাহিত্য-বাজারের খোঁজ খবর রাখেন, কণ্ঠশীলনের প্রাক্তন ছাত্র, ভালো আবৃত্তি করেন, সাংবাদিকতায়ও তু মেরেছেন কিছুদিন। সেদিনের আগে পর্যন্ত পরিশীলিত বলেই জানতাম।

বৈপরিত্যের ত্রয়িস্পর্শে রাতের সে সৌন্দর্য উবে গেল সামান্য একটু পরেই। নদীয়ার বিশুদ্ধ উচ্চারণ আর কাব্যময় শব্দ-চয়ন যে কত দুর্বল আর অকার্যকর পূর্ব-বাংলার বিশেষত বরিশাইল্যা খামোরের কাছে সে দিন আরেক বার প্রমান পেলাম। প্রমান পেলাম, সাম্প্রদায়িকতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, অসাম্প্রদায়িক-মুক্তবুদ্ধির মানুষগুলোই সাম্প্রদায়িক মানুষের চক্ষুশূল। ধর্মের আবরণে প্রাত্যহিক যে জীবন সেখানে মুক্ত-বুদ্ধির কোন অবকাশ নেই, সারাক্ষন ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতার কুট-আলোচনায় টরেন্টোর রাতের সৌন্দর্য দেখার চোখগুলোই হারিয়ে যায় বোধ হয় একদিন। (চলবে)

॥ আগ ষ্ট, ২০০৬, কানাডা ॥